হোমিও ঔষধ নির্দেশিকা

(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে)

ডাঃ চিরসুখ চন্দ্র

প্রাক্তন অধ্যক্ষ
বেঙ্গাল হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ
এণ্ড হস্‌পিট্যাল, আসানসোল

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১।	লেখকের নিবেদন	১
২।	গ্রন্থকারের কৈফিয়ত	৬
৩।	ভূমিকা	৯
	ক) রোগ	৯
	খ) রোগী	১১
	গ) ঔষধ	১৪
	ঘ) মেটিরিয়া মেডিকা পঠনের পদ্ধতি	১৬
	ঙ) হেরিংস্ 'ল' অব কিউর	১৮
	চ) রোগ ও রোগী	১৯
	ছ) ঔষধের শক্তি ও মাত্রা	২০
	জ) মায়জম্— সোরা, সিফিলিস্, সাইকোসিস্	২২
৪।	শীতকালীন ঠাণ্ডা লেগে সর্দি, কাশি, জ্বর	২৭
৫।	বর্ষাকালীন ঠাণ্ডা লেগে সর্দি, কাশি, জ্বর, হাঁপানি	৩২
৬।	উদরাময় ও আমাশয়	৩৬
৭।	আঘাত ও চোটজনিত রোগ	৪৪
৮।	টন্সিলাইটিস্, সেপটিক টন্সিলাইটিস্, ডিপ্থেরিয়া	৪৯
৯।	হাম	৫৪
১০।	পলিপাস	৫৯
১১।	আঙ্গুল হাঁড়া	৬১
১২।	পিত্ত পাথুরী/মূত্রপাথুরী	৬৬
১৩।	জল বসন্ত	৭১
১৪।	কলেরা, গ্যাস্ট্রো এন্টারাইটিস্	৭৪
১৫।	টাইফয়েড, অন্য রেমিট্যাণ্ট জ্বর	৮০
১৬।	সায়াটিকা	৮৯
১৭।	বহুমূত্র রোগ (Diabetes mellitus)	৯২
১৮।	গ্যাসট্রিক আল্সার / পেপ্টিক আলসার	৯৯
১৯।	অর্শ, ভগন্দর, ফিসার	১০৩
২০।	আমবাত (Urticaria)	১০৭

পৃষ্ঠা নং

পরিশিষ্ট

সাইমেক্স	১৭৫
ফ্লুওরিক এসিড	১৭৫
ইউফ্রেসিয়া	১৭৫
অক্সালিক এসিড়	১৭৬
মার্ককিউরিয়াস সায়েনেটাম্	১৭৭
রাস ভেনস্	১৭৭
টেরিবিস্থিনা	১৭৭
সিয়ানোথাস্	১৭৭
গ্যালিয়ম আপ্	১৭৭
স্ট্রেপ্টোকক্সিন্	১৭৮
মাইরিস্টিকা	১৭৮
থাইরয়ডিনাম্	১৭৮
চিমাফিলা আম্বে	১৭৯
অ্যাপোসাইনাম	১৭৯
ব্যারাইটা মিউর/অরম্ মিউর	১৭৯
এমিল নাইট্রোসাম্	১৮০
ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা	১৮০
ক্যালকেরিয়া সাল্ফ	১৮১
প্লান্টাগো	১৮১
ক্রিয়োজোট্	১৮১
ইথুজা সায়ানেপিয়াম	১৮২
ক্যান্থারিস	১৮২
আয়োডাম	১৮৩
লিডাম্ পল	১৮৪
ল্যাক্ ক্যানাইনাম	১৮৪
ওপিয়ম্	১৮৪
এপিস্ মেল	১৮৫
৩১। রেফারেন্স বই-এর তালিকা	১৮৭

শীতকালীন শুষ্ক ঠাণ্ডা লেগে সর্দি, কাশি, জ্বর

বর্ষাতি জলময় ঠাণ্ডা লেগে নয়, শীতকালীন ঠাণ্ডা লেগে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হাঁচি, সর্দি, কাশি, জ্বর এক নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। এ সবের জন্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত। এখানে হোমিওপ্যাথি ঔষধগুলি রোগীর কি দেখে প্রয়োগ করা হবে তারই আলোচনা করা হল।

অ্যাকোনাইট্ ন্যাপ্ ৬, ৩০

হঠাৎ শুকনো ঠাণ্ডা লেগে হাঁচি, নাক দিয়ে জল পড়তে থাক্‌লে, কাশির সঙ্গে প্রচণ্ড রকমের জ্বর থাক্‌লে অ্যাকোনাইট প্রথম ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

মনে রাখতে হবে **হঠাৎ এবং তীব্র আক্রমণ** কথাটার উপর, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, গা জ্বালা করছে, প্রবল জল পিপাসা এবং মানসিক অস্থিরতা। বেলেডোনার মত মাথার যন্ত্রণা থাকে না। বুকে সর্দি কাশির ভাবই বেশী।

আকস্মিক ও ভীষণ্ আক্রমনের প্রথম ঔষধই অ্যাকোনাইট ন্যাপ। বেলেডোনা ভীষণ আক্রমণের আর একটি ঔষধ। নীচে তফাৎ করা হল।

অ্যাকোনাইট ন্যাপ	বেলেডোনা
১। আকস্মিক প্রবল রোগাক্রমণ এবং শুষ্ক শীতকালীন ঠাণ্ডা লেগে, প্রচণ্ড হাঁচি, প্রচণ্ড নাক দিয়ে জল পড়া, বুকে সর্দি, হাঁপানি, প্রচণ্ড জ্বর, গা যেন পুড়ে যাচ্ছে।	১। আকস্মিক প্রবল রোগাক্রমণ। প্রবল জ্বর। প্রচণ্ড দপ্‌দপানি মাথার যন্ত্রনা হাত পা ঠাণ্ডা, গায়ে অল্প বিস্তর ঘাম। মুখ থমথমে লালাভ।
২। প্রচণ্ড জল পিপাসা, প্রচণ্ড ভাবে কলেরার মত মলত্যাগ, সবই প্রচণ্ড এবং হঠাৎ। হাত্ পা ঠাণ্ডা নয়, মুখ থম্‌থমে লালাভ নয়, রগে দপ্ দপে মাথার যন্ত্রনা নেই। চোখের মনি (Pupil) বেলেডোনার মত বড় নয়।	২। জল পিপাসা কম। রক্তের প্রাবল্য মুখে এবং মাথায়। চোখ লাল, মুখমণ্ডল রক্তিমাভ, বুকে সর্দি কম, সবকিছুতে যন্ত্রনার প্রাবল্য। যন্ত্রণা আস্‌ছে এবং যাচ্ছে হঠাৎ হঠাৎ, চোখের মনি বড়।

অ্যাকোনাইট ও বেলেডোনার পরই যে দুটো ঔষধে প্রায়শই প্রয়োজনে আসে তা হলো ব্রাওনিয়া এবং স্পঞ্জিয়া।

ব্রাওনিয়া-৩০

ব্রাওনিয়ায় সর্দিজ্বর আছে। সঙ্গে আছে মাথার যন্ত্রনা ও গা হাতে পায়ে বেদনা। মাথার যন্ত্রণা নড়াচড়ায় বৃদ্ধি পায় এবং বিশ্রামে, নড়াচড়া না করে চুপচাপ শুয়ে থাক্‌লে যন্ত্রণার উপশম হয়।

সঙ্গে থাক্‌ছে শুকনো ঠোঁট ও শুকনো জিহ্বা, প্রচণ্ড জল পিপাসা একসাথে অনেকটা করে।

শুষ্কভাব সমস্ত পরিপাকনালীতে থাকে। তাই প্রচণ্ড রকমের কোষ্ঠকাঠিন্য। দুদিন তিন তিন অন্তর অথবা বেশ কয়েকদিন কোন পায়খানাই হয় না।

ব্রাওনিয়ার মাথার যন্ত্রনা বেলেডোনার মত রগে দপ্‌দপানি নয়।

শুষ্কতা শরীরের সর্বত্র বর্তমান। বেলেডোনার মত হাত পা ঠাণ্ডা থাকে না।

স্পঞ্জিয়া টোস্টা-৩০

স্পঞ্জিয়াতে শুক্‌নো কাশি আছে তবে বুকে তেমন সর্দি থাকে না।

কাশি শুক্‌নো, এক সঙ্গে অনেকগুলো। গলা খস্ খস্ করতে থাকে। গলার কাজ করতে গেলে, কথা বল্‌তে গেলে, জোরে নিশ্বাস নিতে গেলে কাশি আসে।

কাশিতে কাশি বাড়ে এবং রাত্রে বৃদ্ধি পায়। জ্বর থাকে না।

স্বরযন্ত্রের প্রদাহ, স্বরভঙ্গ বর্তমান থাক্‌তে পারে।

মনে রাখতে হবে হিপারের ঘড় ঘড়ানি সর্দি কাশি স্পঞ্জিয়াতে নেই। আছে শুকনো করাত চলার মত কাশি।

কাশির সঙ্গে হাঁপানি টানও থাকতে পারে। তবে তা শুষ্ক, কোন সর্দি বেরোয় না।

হিপার সাল্‌ফ-৩০, ২০০

তারপরে আসে হিপার সালফের অবস্থা। সর্দি বুকে বসে গেছে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে ঘড় ঘড় করতে থাকে। জ্বর কমেছে। তবে গায়ে শীত শীত ভাব বর্তমান। প্রচুর সাদা বা ফিকে হলদে সর্দি বেরোচ্ছে এবং বুকে সর্দি দীর্ঘস্থায়ী হয়। হিপার রোগী ঠাণ্ডা বাতাস সহ্য করতে পারে না।

হিপার সাল্‌ফ, ক্যালকেরিয়া গ্রুপের। তাই ঘামও প্রচুর। হিপার-সাল্‌ফ ক্যাল্‌সিয়াম সাল্‌ফাইড। আর একটা ঔষধ হিপার-সালফের মতই এবং ক্যালকেরিয়া গ্রুপের নাম **ক্যালসিয়াম সালফেট**। এখানে হিপারের মত শীত শীত ভাব নেই। বরঞ্চ গরম কাতুরে। ঠাণ্ডা বাতাস চায়। বুকের **সর্দি গাঢ় হল্‌দে রঙের**। হিপারের সঙ্গে তফাৎ এইখানেই।

সালফার ৩০, ২০০

অনেক সময়েই অ্যাকোনাইট, ব্রাওনিয়া অথবা হিপারের পর একটা বা দুটো ডোজ

সালফারের প্রয়োজন হয়। যদি দেখা যায় সমস্ত উপসর্গের উপশম হচ্ছে না, স্বাভাবিক হচ্ছে না। শরীরের দুর্বলতা কাট্‌ছে না। শরীরে গরম ভাব বেশী। গায়ে জ্বালা। হাত পা জ্বালা করছে। ঠাণ্ডা মেঝেতে শুতে চাইছে। সকালে ঘুম ভাঙ্গার পর দারুন দুর্গন্ধযুক্ত পাতলা মল ইত্যাদি।

সোরিনাম ২০০

সাল্‌ফারের পরিবর্তে অনেক সময় সোরিনাম ২০০ একমাত্র প্রয়োজন হয় যদি দেখা যায় শরীরে গরম নয়, শীতভাবই বেশী। সোরিনাম প্রচণ্ড রকমের শীত কাতুরে। গায়ে মুখে, ঘামে প্রস্রাবে, মলে দারুন দুর্গন্ধ, প্রায়ই চামড়ার অসুখে ভোগে। যে কোন রকমের অসুখের পর শরীর সুস্থ হয়ে উঠতে চায় না, দুর্বলতা কাটছে না, ক্ষুধা বাড়ছে না ইত্যাদি। অথবা উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ সত্বেও রোগ নিরাময় হচ্ছে না বা ঔষধ যথোপযুক্ত কাজ করতে পারছে না। এসব ক্ষেত্রে বুঝতে হবে-মায়াজম্ সোরা শরীর সুস্থতার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই তা কাটাতে একটা বা দুটো ডোজ্ সোরিনাম দরকার।

—সোরিনাম রোগীর স্নানে অনীহা। কোন চামড়ার অসুখ যথা খোস্, চুলকানী, পাঁচড়া, একজিমা ইত্যাদির ইতিহাস থাকা খুবই স্বাভাবিক। পিতৃপুরুষের রোগ ইতিহাসেও প্রায়ই চামড়ার রোগ বৃত্তান্ত থাক্‌তে পারে।

—শীতকালীন জ্বরে, সর্দি কাশিতে সোরিনাম প্রায় বেশ উপকারে আসে। প্রতি বছর শীতকালে সর্দিকাশির প্রবণতা সোরিনাম কাটিয়ে দেয়।

—প্রায়ই সাল্‌ফার ও সোরিনাম তফাৎ করতে অসুবিধা হয়। তাই নিম্নে তফাৎ গুলি নির্বাচনের সুবিধার জন্য দেওয়া হলো—

সালফার	সোরিনাম
১। গরম কাতুরে	১। শীত কাতুরে
২। শরীরে জ্বালা ভাব বেশী। হাতের তালু, পায়ের তালু মাথার তালু জ্বালা করে।	২। শরীরে জ্বালা ভাব নেই।
৩। মুখে, নিশ্বাসে, মলে প্রস্রাবে দুর্গন্ধ। ঘাম সাধারণত কম, নেই বল্‌লেই চলে।	৩। মুখে, নিশ্বাসে, মলে, প্রস্রাবে প্রচণ্ড দুর্গন্ধ। ঘামও প্রচুর এবং দারুণ দুর্গন্ধযুক্ত।
৪। চামড়া শুষ্ক, খস্‌খসে।	৪। চামড়া ঘর্মাক্ত এবং দুর্গন্ধযুক্ত।

যদিও ঠাণ্ডা লেগে সর্দি কাশি জ্বরের জন্য উপরি উল্লেখিত ঔষধগুলি প্রয়োজন খুবই, তবু আরো কতিপয় ঔষধের উল্লেখ না করলেই নয়। তাই তাদের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

জেল্‌সিমিয়াম ৩০

সর্দি জ্বরে জেল্‌সিমিয়ামের ব্যবহার খুবই কম। নিদারুন দুর্বলতা, মাথাঘোরা, শরীর থর থর করে কাঁপা, জ্বরের সঙ্গে অল্প জল পিপাসা ইত্যাদি বর্তমান থাক্‌লে জেল্‌সিমিয়ামের কথা ভাবতে হবে।

মার্কসল ৩০

জ্বরের সঙ্গে টন্‌শিলের প্রদাহ থাক্‌লে, গায়ে অস্বস্থিকর প্যাচপেচে ঘাম থাক্‌লে, জিহ্বা পুরু লেপযুক্ত জলসিক্ত হলে, সঙ্গে প্রচুর জল পিপাসা থাকলে, রাত্রে সর্দি কাশি ও জ্বরের বৃদ্ধি দেখলে, মার্কসল দিতে হবে। উপরি উক্ত লক্ষণ সমষ্টির সঙ্গে যদি শুধুমাত্র ডানদিকের টন্‌সিল প্রদাহ দেখলে, মার্ক প্রটো-আয়োডাইড ২০০ এবং বামদিকের প্রদাহে মার্ক-বিন আয়োডাইড ২০০ দেবার নির্দেশ আছে।

ব্যাসিলাইনাম ২০০

ব্যাসিলাইনাম ২০০ এর কয়েকটা মাত্রা দেবার প্রয়োজন দেখা দেবে যখন রোগীর বা রোগীর আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে ঠাণ্ডা লাগার প্রবণতা খুব বেশী দেখা যায় এবং রোগীর মধ্যে ব্রঙ্কাইটিস, নিমোনিয়ার মত রোগের প্রাদুর্ভাব প্রায়ই লক্ষ্য করা যাবে, তাহলে ব্যাসিলাইনাম্ অব্যর্থ ঔষধ জান্‌বেন। ঠাণ্ডা লাগার প্রবণতা চলে যাবে।

অ্যালিয়াম সেপা ৩০ / ইউফ্রেসিয়া ৩০

১। ঠাণ্ডা লেগে কাশির সঙ্গে হাঁচি, নাক দিয়ে জল পড়ার প্রকোপ বেশী লক্ষ্য করলে, নাকের জলে ক্ষত্রকর ভাব বেশী দেখলে অ্যালিয়াম সেপা দিতে হবে।

২। মনে রাখতে হবে—চোখ দিয়ে নাক দিয়ে প্রচুর জল পড়ায়, উপরের দুইটি ঔষধই উপকারে আসে, **নাকের জলে ক্ষতকর ভাব বেশী অ্যালিয়াম সেপায়,** গরমে বা গরম ঘরে নাকের জল পড়া বেশী, বাহিরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় জল পড়া কম হতে দেখা যায়। ঠাণ্ডায় রোগী সোয়াস্তি বোধ করে। **ইউফ্রেসিয়াম চোখের জলে চোখের পাতা হেজে যায়,** জড়িয়ে যায়। ইউফ্রেসিয়ায় চোখ ওঠার (Conjunctivitis) প্রবণতা খুবই বেশী (মার্ক কর), চোখ জুড়ে যায়। হলদে পিচুটি পড়ে। চোখ করকর করতে থাকে।

অর্জেন্টাম্ নাইট্রিকাম ২০০

১। ঠাণ্ডা লেগে চোখে কর্ণিয়ায় ঘা (Corneal Ulser) হলে এবং তার ব্যথা যন্ত্রণা ঠাণ্ডা জল প্রয়োগে আরাম বোধ করলে আর্জেন্টাম নাইট্রিকাম্ দুটো মাত্রা প্রয়োগের বিধি আছে।

২। ঠাণ্ডা লেগে চোখ ওঠাতেও আর্জেন্টাম দেওয়ার রীতি আছে যদি ব্যথা বা যন্ত্রণা ঠাণ্ডা জল প্রয়োগে আরাম লক্ষ্য করা যায়।

ফস্‌ফরাস ৩০ / অ্যান্টিমটার্ট ৩০

ফসফরাস ও অ্যান্টিমটার্টের মত ঔষধের প্রয়োজন হয়—যদি ঠাণ্ডা লেগে সর্দি কাশি জ্বরের সঙ্গে নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কোনিমোনিয়ার মত লক্ষণাবলী ফুটে ওঠে।

ফসফরাস্	অ্যান্টিম্‌টার্ট
১। ঘন ঘন শ্বাস/ প্রশ্বাসের সঙ্গে প্রচুর ঠাণ্ডা জল পানের প্রতি স্পৃহা থাকে।	১। প্রচুর সর্দি বুকে ঘড় ঘড় শব্দ—যেন কত সর্দি বেরোবে, কিন্তু কিছুই বার করতে পারে না।
২। যদি জল পানের কিছুক্ষণ পরেই বমি দেখা যায়।	২। নিদারুন দুর্বলতা, তন্দ্রাচ্ছন্নভাব বর্তমান।
৩। মলে শক্ত ন্যাড়ের মত (Dog's stool) ইত্যাদি।	৩। জিহ্বা সাদা প্রলেপ যুক্ত, যেন white wash করা হয়েছে।

বর্ষাকালীন জলীয় ঠাণ্ডা লেগে সর্দি কাশি, জ্বর, হাঁপানি

বর্ষাকালীন সর্দি, কাশি, জ্বরে, রাসটক্স, নেট্রাম সাল্ফ, ডালকামারা, এবং থুজা প্রধান ঔষধ। মাঝে মাঝে ব্রায়োনিয়া, পালসেটিলা, জেলসিমিয়াম ও আর্সেনিকামের মত ঔষধের প্রয়োজন হয়।

রাসটক্স ৩০

১। **জলে ভিজে সর্দি জ্বরে, সমস্ত শরীরে নিদারুন ব্যথা দেখা দিলে, গাঁটে গাঁটে ব্যথা থাকলে রাসটক্স** নির্বাচিত ঔষধ হতে পারে যদি—গায়ের ব্যথা, গাঁটের ফোলা বা ব্যথা চুপচাপ শুয়ে থাকলে বৃদ্ধি পায়, রাত্রে বৃদ্ধি হয়, ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি পায়, প্রথম নড়াচড়ায় বৃদ্ধি পায় এবং অনবরত নড়াচড়া করতে থাকলে কম পড়ে, উত্তাপে আরামবোধ করে, গা টিপে দিতে বলে এবং তাতে স্বস্তিবোধ করে।

২। উপরিউক্ত হ্রাস বৃদ্ধি বর্তমান থাকা চাই তবেই রাসটক্স।

৩। **রাসটক্স বাতের রোগী এবং রোগ উপসর্গ বর্ষাকালে বৃদ্ধি পায়,** স্পন্‌ডিলাইটিসও এক ধরনের বাত, তাই স্পন্‌ডিলাইটিসে রাসটক্সের ব্যবহার খুবই বেশী, উপরিউক্ত হ্রাসবৃদ্ধি থাকা চাই। বিশেষ করে প্রথম নড়াচড়ায় বৃদ্ধি এবং অধিকক্ষণ নড়াচড়ায় যন্ত্রনার ও ব্যথার হ্রাস। উত্তাপ প্রয়োগ আরাম বোধ এবং ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি।

৪। **এখানে ব্রায়োনিয়ার সঙ্গে আলাদা করা খুবই প্রয়োজন।** ব্রায়োনিয়ার ব্যথা চুপচাপ শুয়ে থাকলে, নড়াচড়া না করলে কম পড়ে, এবং নড়াচড়ায় বৃদ্ধি পায়। যত নড়াচড়া তত ব্যথা।

নেট্রাম সাল্ফ ৩০, ২০০

১। **জলে ভিজে, জলীয় স্যাঁত সেঁতে ঘরে বাস করার ফলে সর্দি কাশি জ্বর,** বিশেষ করে নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস বা হাঁপানি দেখা দিলে নেট্রাম সাল্ফ প্রথম ও প্রধান ঔষধ।

২। **ছোট ছেলেদের হাঁপানিতে নেট্রাম সাল্ফ অদ্বিতীয়।**

৩। **নেট্রাম সাল্‌ফের রোগীর কষ্ট ভোর রাত্রে ৩—৫টার মধ্যে বৃদ্ধি পায়।** সেই সঙ্গে কাশি, প্রচুর হল্‌দে সবুজ শ্লেস্মা নির্গত হতে থাকে।

থুজা ২০০, ১০০০

১। **নেট্রাম সালফের মত থুজা রোগীর হাঁপানি কাশি, বর্ষাকালে বা বর্ষাতি আবহাওয়ায় বা সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চলে বৃদ্ধি পায়।**

২। নেট্রাম সাল্‌ফ ঔষধ যখন সাময়িক উপশম দিতে থাকে এবং বার বার রোগ উপসর্গ ফিরে আসতে থাকে, থুজা ২০০ বা ১০০০ এক বা দুটো মাত্রা রোগীর পূর্ণ ও স্থায়ী উপশম আনতে সক্ষম হয়, কেন না থুজা নেট্রাম সাল্‌ফের পরিপূরক ঔষধ।

৩। থুজা রোগীর নিজের বা অন্য পরিবার পরিজনদের মধ্যে বাতের প্রকোপ খুব বেশী, সঙ্গে হাঁপানি এবং কর্কট রোগের ইতিহাস বর্তমান থাকে, আর থাকে আঁচিল বা অর্বুদের ইতিহাস।

৪। থুজা রোগীর ভূতের ভয় প্রচণ্ড।

৫। **থুজা শীতকাতুরে এবং রোগাক্রমণ বামদিকে বেশী।**

৬। থুজা রোগীর কষ্ট রাত্রি ৩টা ও বিকাল ৩টায় বৃদ্ধি পায়।

ডালকামারা ৩০

১। **হাঁচি, কাশি, জ্বর ও নাক্‌দিয়ে প্রচুর জল পড়ায়** ডালকামারা নিশ্চয় উপযোগী ঔষধ যদি দেখা যায় **রোগলক্ষণের শুরু জলে ভিজে বা জোলো আবহাওয়ায় মধ্যে থাকার দরুন,** বিশেষ করে শরৎকালে যখন দিনে গরম এবং রাত্রে ঠাণ্ডা থাকে।

২। **শরৎকালীন নাক এবং চোখ দিয়ে কাঁচা জল পড়ার মত শরৎকালীন আমাশয়** এবং উদরাময়েরও ডালকামারা ভাল ঔষধ।

৩। ডালকামারা শীত কাতুরে এবং গরমে ভাল থাকে। এবং ঠাণ্ডায় রোগ উপসর্গ বৃদ্ধি পায়।

৪। **শরৎকালীন আমবাতে ও শরৎকালীন চর্মরোগের ভাল ঔষধ ডালকামারা,** শরৎকালের ঠাণ্ডায় ঘন ঘন প্রস্রাব হতে থাকে।

অ্যারেলিয়া রেসিমোজা ৩০

১। অ্যারেলিয়া রেসিমোজা সর্দি, কাশি, বিশেষ করে হাঁপানির একটি ভাল ঔষধ এবং তা বর্ষাকালীন ঠাণ্ডা লেগে।

২। সঙ্গে জ্বর (হে ফিবার), ঘন ঘন হাঁচি, নাক দিয়ে জলের মত ক্ষয়কারী স্রাব, যা লবণাক্ত এবং অম্লাক্ত ও ক্ষয়কারী।

৩। কাশি এবং হাঁপানি রাত্রিকালে শুলে বাড়ে, মাঝরাত্রে হাঁপানির কষ্টে শুয়ে